দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

57

ইউনেস্কোঃ

ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য কি? তার জবাব এই সংস্থার ভূমিকায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মার্কিন কবি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশের স্মরণীয় উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে: "যেহেতু মানুষের মনেই উপ্ত হয় যুদ্ধের বীজ তাই মানুষের মনকেই গড়ে তুলতে হবে শান্তির রক্ষা ব্যবস্থা।"

যুদ্ধের পিছনে বহুবিধ কারণ কাজ করে—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণসমূহ। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ লোক ক্ষুব্ধ আর ক্ষুধার্ত। দুঃসহ অর্থনৈতিক অবস্থা জন্ম দেয় এই ক্ষোভ আর ক্ষুধার। একজন মার্কিন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন একথা যে, তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য একটি মেয়াদী বোমা।

ইউনেস্কো গঠন করা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যাহিত পরে, ১৯৪৬ সালে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেগুলোতে শিক্ষার পুনর্গঠন এবং বিধ্বস্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের এই বিশেষ সংস্থাটিতে প্রথমে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মানুষের মনকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চা।

বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য এবং সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত লীগ অব নেশনস-এর জন্য গঠিত লীগ অব নেশনসের বৌদ্ধিক সহযোগিতার উন্নত ও ব্যাপক পরিমার্জিত সংস্করণ বলা চলে ইউনেস্কোকে।

ইউনেস্কো মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সকল মানবজাতির সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে থাকে।

মানবসভ্যতার অবিভাজ্যতা ও অগ্রগতির ইতিহাস ধরে রেখেছে মননশীলতার অবদানসমূহ বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ যুগে যুগে। সেই ইতিহাসের ধারাকে সংরক্ষণ করতে হয় শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়ে নয়, মানবসভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অতীতের বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তুলে ধরে মানবসমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েই এই ঐশ্বর্যের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা সম্ভব। কোন মহৎ সংস্কৃতি, মানব মননশীলতার মহত্তম বিকাশ কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। তার প্রবহমানতাকে রক্ষা করার শর্তের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিংবা সংস্কৃতির উত্তরসূরিতাকে কালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা।

এর আবার দুটো দিক রয়েছে। একটা হল সংস্কৃতির বস্তুগত দিক অপরটি সংস্কৃতির নির্বস্তুক দিক যাকে আমরা ভাব সম্পদ বলে থাকি। এই মূর্তধারা বা বস্তুকৃতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে স্মৃতিসৌধ, প্রাচীন ভবনসমূহ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ, শিল্পগত, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত আগ্রহোদ্দীপক বস্তুসমূহ এবং এছাড়াও যুগ যুগ ধরে মানবজীবনের ধারাসমূহের স্থাবর-অস্থাবর নিদর্শনসমূহ। বিমূর্ত বা ভাবগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে—শিল্পসাহিত্য, মৌখিক নিদর্শন, হস্তশিল্প, লোকসংগীত, উপকথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলা সংক্রান্ত সকল বিষয় এবং এসবের সাথে সম্পর্কিত সংকেত ও প্রতীক।

মানবসভ্যতার নিদর্শনসমূহ রক্ষায় ইউনেস্কোর উদ্যোগ ও দায়িত্বের সাথে শান্তির সম্পর্ক এখানেই যে, যুদ্ধ মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ নির্বিচারে ধ্বংস করে, তারপর আজ যেখানে পারমাণবিক যুগে যুদ্ধ এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য শান্তি একান্তই অপরিহার্য।

ইউনেস্কো জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহ ও যোগাযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তথ্যের বিকৃতি তথা সত্যের অপলাপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংশয় ও ঘৃণার উদ্রেক করে, যুদ্ধে প্ররোচিত করে থাকে।

আজও বিশ্বে বর্ণবাদ, সামাজিক বৈষম্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এবং একই দেশের অভ্যন্তরে উত্তেজনা এবং সংঘাতের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ভূমিকা এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবার স্বার্থে প্রকৃত ঘটনার সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কায়েমী স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে থাকে তার উদাহরণ গ্রেনেডায় মার্কিন অভিযান। গ্রেনেডায় রাজনৈতিক একটা বিশেষ পরিস্থিতির মুখে মার্কিন সরকার থেকে বলা হয় যে, সেখানকার মার্কিন মেডিক্যাল ছাত্রদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই যুক্তি দেখিয়ে আমেরিকা গ্রেনেডায় সৈন্য নামায়। সেখানে কিউবার সামরিক উপদেষ্টা ও সৈন্য বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচার করা হয় তাও এখানে স্মরণযোগ্য। কিউবার নির্মাণ শ্রমিকদের সৈন্য হিসেবে চিত্রিত করা এবং মার্কিন ছাত্রদের নিরাপত্তার অজুহাত যে মিথ্যা ছিল, তা পরবর্তীকালে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। অথচ সেদিন এই তথ্য বিকৃতির আড়ালে মার্কিন সেনাবাহিনী সেখানে অবতরণ করেছিল ভিন্ন উদ্দেশ্যে। গ্রেনাডার বামপন্থী সরকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে সেখানে নিজেদের মনোনীত সরকার প্রতিষ্ঠাই ছিল রিগান প্রশাসনের উদ্দেশ্য।

মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ গ্রেনাডায় মার্কিন অভিযানের খবর সম্পর্কে স্বদেশের পত্র-পত্রিকাকে অনবহিত রাখার জন্য বিস্তর ক্রুদ্ধ সমালোচনার পরও সেখানে মার্কিন সৈন্য অবতরণ ও অভিযানের নিন্দা করেনি। তাদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মার্কিন রিপোর্টারদের ওই অভিযানের তাৎক্ষণিক খবর সরেজমিনে উপস্থিত থেকে প্রচারে বাধাদানের বিরুদ্ধে।

একই ধরনের তথ্য বিকৃতি চলছে নিকারাগুয়া সম্পর্কে। নিকারাগুয়া সরকারকে রুশ ও কিউবান সরকার মদদ দিচ্ছে এই অভিযোগ তুলে কন্ট্রাদের সাহায্য করার প্রচারও মার্কিন তথ্য মাধ্যম প্রচার করে চলেছে। আফগানিস্তানে সেখানকার সরকারের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচারণার সময় বিদ্রোহী গেরিলাদের মুসলিম গেরিলা বলে সূক্ষ্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বকে তারা কাজে লাগাতে চায় যে, কাবুল সরকার মুসলিমদের হত্যা করছে। অথচ বিদ্রোহী গ্রুপগুলো এবং আফগান সরকার উভয়পক্ষেই মুসলিমরাই লড়ছে। কারণ আফগানিস্তানের অধিবাসীরা মুসলিম। সোভিয়েত সৈন্যদের বাদ দিলে সেখানে কোন অমুসলিম নেই। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মধ্যেও যে মুসলিম সৈন্য বহুসংখ্যায় আছে—সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সুতরাং 'মুসলিম গেরিলা' বলে

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

শান্তির বিবেক

অনিরুদ্ধ

বিদ্রোহীদের ধর্মগত পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্য মুসলিম বিশ্বকে মুসলিম নিধন সম্পর্কে অবহিত করা এবং আফগান সরকার যে সেখানকার মুসলিম জনগণের একটি সরকার সে কথাটা সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা।

ধর্মীয়ভাবে মুসলিমদের ব্যবহার করার এই প্রবণতার মধ্যে ফাঁকিটা কতখানি, তা প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের মনোভাব থেকে স্পষ্ট। ইসরাইলী হামলার মুখে লেবাননে যারা নিহত হচ্ছে অহরহ, তারাও যে মুসলিম, একথাটা পশ্চিমের সংবাদ সংস্থাগুলো উল্লেখ করে না, অথচ আফগানিস্তানের গেরিলারা যে মুসলিম তা প্রতি বাক্যে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তারা।

এই তথ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউনেস্কোর ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অসন্তুষ্ট করে। ইউনেস্কো নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো ত্যাগ করে। যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তাই লীগ অব নেশনসের মত জাতিসংঘ শুধুমাত্র ইউরোপীয় শক্তির বিতর্ক ক্লাবে পরিণত না হয়ে সমগ্র মানবসমাজের মুখপত্র হিসেবে উঠে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের সংগঠিত এই শক্তি কেবল জাতিসংঘ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের ভূমিকা পালনে যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করছে শুধু এমন নয়, উপরন্তু উন্নত বিশ্বেও তাদের পক্ষে বিবেক আজ জাগ্রত। মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমেরিকার ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন নামে বেসরকারী সংগঠনটি ৪০-৮ ভোটে মার্কিন সরকারের ইউনেস্কো ত্যাগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এটা ইউনেস্কো তথা শান্তিকামী বিশ্বের নৈতিক বিজয়। মার্কিন পদাঙ্ক অনুসরণে বৃটেনের থেচার সরকারের বিরুদ্ধে সেখানে শ্রমিকদলসহ বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ কার্যতঃ আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

৪০ বছর যাবৎ ইউনেস্কো শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলো মূল্যবান পদক্ষেপ নিয়েছে। এব্যাপারে ইউনেস্কো তার গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইউনেস্কোর (ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন—জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা) গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে: "বিশ্বের জনগণের জন্য নির্ধারিত ন্যায়বিচারের জন্য, আইনের শাসনের জন্য ও মানবাধিকারের জন্য এবং মৌলিক স্বাধীনতার জন্য সার্বজনীন শ্রদ্ধা জাতি, নারী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম-নির্বিশেষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার মারফত শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অবদান রাখা" এর উদ্দেশ্য।

তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে আছে। সেখানে এক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইউনেস্কোর কর্মকাণ্ডের একটা বড় অংশ আজকে নিয়োজিত। কারণ তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ ব্যবহার ব্যতীত সম্ভব নয়।

ঠিক একই কারণে বিশ্বের সম্পদরাজি অস্ত্র নির্মাণ ও অস্ত্রসজ্জায় অপচয় না করে, শান্তির স্বার্থে এবং এই বিশ্বকে একটি সুখীসমৃদ্ধ মানবগোষ্ঠীর আবাসভূমি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শান্তি অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ইউনেস্কোর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের দিকটি জরুরী। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ অঙ্কের হিসাবে আগের তুলনায় বেশী হলেও নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য যে হারে বেড়ে চলেছে এবং দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান আগের তুলনায় বেড়েছে, সেখানে অঙ্কের হিসাব অপেক্ষা এই ঝোঁকট প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক বিধান সম্পর্কে ইউনেস্কো যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কার্যক্ষেত্রে যথার্থ কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ইউনেস্কোর ৪০তম বার্ষিকীতে এ ধরনের কোন রূপরেখা গ্রহণ করা হবে কিনা তার মধ্য দিয়ে আমাদের সদিচ্ছার পরিচয় মিলবে। [illegible]